যুগান্তর

তারিখ 19 JUN 2018
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

মিঠাপুকুরে উপবৃত্তির টাকা পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা

রংপুর ব্যুরো

মিঠাপুকুরে এক বছর ধরে উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করতে পারছে না ১১ হাজার শিক্ষার্থী। মুঠোফোনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা নিয়ে জটিলতা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষের সমন্বয়হীনতায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮ হাজার ৮৯৯, উচ্চ মাধ্যমিকের ৮৯৮ ও স্নাতক পর্যায়ের ১ হাজার ৫শ জন শিক্ষার্থীর নাম তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য। সরকারিভাবে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে ১শ টাকা, অষ্টম ১২০ টাকা, নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ১৫০ টাকা করে উপবৃত্তি পাওয়ার কথা। এছাড়া উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ১২৫ টাকা ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা বছরে ৪ হাজার ৯শ টাকা করে পাবে। কিন্তু এ উপজেলায় তালিকা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলেও এক বছর ধরে উপবৃত্তির টাকা পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। উপজেলা শিক্ষা অফিসার জাহিদুল ইসলাম বলেন, সরকারের নতুন নিয়মানুযায়ী উপবৃত্তির টাকা উত্তোলনের জন্য শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। আর এই অ্যাকাউন্টগুলো খোলার জন্য দায়িত্ব পায় ডাচ্-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং। বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওই মোবাইল ব্যাংকিংয়ের লোকজনেরা দায়িত্বের সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করেননি। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানা জটিলতা। এছাড়া, অনেক শিক্ষার্থী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে মোবাইলের সিমটি অকেজো করে রেখেছে। আবার অনেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুললেও প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা নিজেদের ইচ্ছেমতো শিক্ষার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করায় হ য ব র ল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

অ্যাকাউন্ট নিয়ে জটিলতা

শিক্ষার্থী হাসিনা আকতার, মাহমুদা বেগম, সাশরা বেগম ও জোবেদা খাতুনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রায় বছরখানেক আগে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য তারা অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। কিন্তু, এখন পর্যন্ত কোনো টাকা প্রদান করা হয়নি। এ বিষয়ে হেনা মেমোরিয়াল মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ খাজানুর রহমান বলেন, কী কারণে টাকা দেয়া হচ্ছে না সেটা মন্ত্রণালয় কিংবা কোনো সূত্র থেকে জানা যায়নি। তবে, কলেজ খুললে হয়তো বা জানা যাবে।